প্রথম আলো

তারিখ ... 14 OCT 2017
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫

উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখাতে ‘ট্যালেন্ট হান্ট’

■ জাহিদুর রহমান, *চাঁদপুর থেকে ফিরে*

ওরা মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়েছে। কারও স্বপ্ন ডাক্তার হওয়া। কেউ হতে চায় শিক্ষক। কিন্তু যে পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় সেই পরিবারের ছেলেমেয়েদের আবার স্বপ্ন কিসের? পড়াশোনাই যে থমকে যায় মাঝপথে! কিন্তু তেমনটা যদি না হয়, যদি পাশে দাঁড়ায় কেউ? ঠিক সেই কাজটাই করছে আবাসন কোম্পানি দি স্টাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের (এসইএল) দাতব্য প্রতিষ্ঠান এসইএল চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন।

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় সমাজিক সংগঠন গ্রিন ক্লাব চান্দাকান্দির তরুণরা-'মরহুম ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল মতিন ট্যালেন্ট হান্ট' পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাবী পড়ুয়াদের খুঁজে বের করে লক্ষ্যের পথে এগিয়ে দিতে চায়। উপজেলার ২০টি মাধ্যমিক স্কুলে অভাবী মেধাবীর তালিকা চেয়ে পাঠানো হলে ৭৮ শিক্ষার্থীর নাম আসে। গত এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত ওই পরীক্ষার ফল ঘোষণা হয় গতকাল শুক্রবার। এদিন চান্দাকান্দি গ্রামে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ২৬ শিক্ষার্থীর উচ্চ মাধ্যমিকে পড়াশোনার সব খরচ বহনের ঘোষণা ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এসইএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুল আউয়াল, এসইএল চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশনের সমন্বয়ক ইবনুল সাঈদ রানা, গ্রিন ক্লাবের রাসেল মুন্সি, মো. সালাউদ্দিন, কাবির হোসেন, হাফিজুর রহমান রাকিব, মাইন উদ্দিন চৌধুরী, আতিকুর রহমান পায়েল, মো. রাসেদুল ইসলাম প্রমুখ।

উচ্চ শিক্ষায় আর্থিক সহায়তা পেয়ে রীতিমতো উৎফুল্ল পাঠানবাজার হাবিবীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুমাইয়া আক্তার জিনিয়া, ছেঙ্গারচর মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের বিপ্লব আহমেদ ও সৈয়দ সরকার সৌরভরা। জিনিয়ার স্বপ্ন ডাক্তার হওয়া, শিক্ষিক হতে চায় বিপ্লব। কিন্তু কীভাবে? তা ভাবলেই গলা শুকিয়ে আসত পরিজনদের। সংসারে অভাব, মাধ্যমিক কোনো রকমে পড়াতে পারলেও উচ্চ মাধ্যমিকে কী আদৌ পড়ানো যাবে? সেই চিন্তার মাঝেই এসইএলের এমন উদ্যোগে খুশি অভিভাবকরাও। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া ট্যালেন্ট হান্টে প্রথমবার উত্তীর্ণ ৬২ জন শিক্ষার্থীর পড়াশোনার সব দায়িত্ব নেয় এসইএল।

বহু দিন আগে বাবাকে হারিয়েছে বিপ্লব। বড় ভাইয়ের সামান্য আয়ে তার পড়াশোনাসহ চলে তিন সদস্যের সংসার। উচ্চ শিক্ষায় আর্থিক সহায়তার খরচের নিশ্চয়তা পেয়ে বিপ্লব বলে, প্রাইভেট-ভর্তি কোচিং তো দূরের কথা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা সরঞ্জাম কেনারও সামর্থ্যও আমাদের নেই। এসইএলের সহায়তায় আমি এখন স্বপ্ন দেখা শুরু করেছি। খুশি অভিভাবকরাও, সুমন গাজী নামের একজন বলেন, আমাদের গ্রামের অধিকাংশ পরিবার ছেলেমেয়ের পড়াশোনার সব সময় খরচ জোগাতে পারে না। এখন আর গরিব মেধাবীদের স্বপ্ন ভেঙে যাবে না। একই অভিব্যক্তি শিক্ষকদেরও।

নিশ্চিন্তপুর ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক আলামিন পারভেজের কথায়, এমন উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবও গড়ে উঠবে।